ইত্তেফাক

তারিখ ... 13.10.82 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ৫ ...

009

তৃতীয় পরিকল্পনায় ৩ শত মাধ্যমিক বিদ্যালয় পাইলট স্কীমভুক্ত হইবে

—শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষামন্ত্রী ডঃ আবদুল মজিদ খান বলেন, তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় অর্থাৎ ১৯৮৫ সালের জুলাই মাস হইতে দেশের তিনশ উচ্চ বিদ্যালয়কে পাইলট স্কীমভুক্ত করা হইবে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় প্রতিটি থানায় ১টি বালক ও ১টি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়কে পাইলট স্কীমে উন্নীত করা হইয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রী গত মঙ্গলবার নান্দাইলে নান্দাইল শহীদ স্মৃতি আদর্শ কলেজে শিক্ষক, অভিভাবক, সরকারী কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীদের এক সমাবেশে ভাষণদান-কালে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, ১৯৮৭ সাল নাগাদ প্রাথমিক স্তরে পাঠরত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ ৫ম শ্রেণী উত্তীর্ণ করিতে পারিলে ধাপে ধাপে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইবে।

ডঃ খান বলেন যে, জাতীয়করণ বা সরকারীকরণের মাধ্যমে শিক্ষা সমস্যার সমাধান সরকারের কাম্য নয়। সরকার চান, শিক্ষকের ব্যক্তি জীবনের নিরাপত্তা, শিক্ষকতার মান উন্নয়ন এবং কলেজে উপকরণ দিয়ে একটি ন্যূনতম কাঠামোর উপর দাঁড় করাতে এবং সামগ্রিক ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা পুনর্বাসন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষাকে অবশ্যই রাজনীতিমুক্ত রাখিতে হইবে, অন্যথায় সব সরকারী প্রচেষ্টা, শিক্ষা আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

১৮ দফা কর্মসূচীর বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিয়া ডঃ মজিদ বলেন, আঠারো দফাই জাতীয় অর্থনৈতিক মুক্তির চাবিকাঠি। ইহাকে যেকোন মূল্যে বাস্তবায়িত করিতেই হইবে।

পূর্বাহ্নে শিক্ষামন্ত্রী নান্দাইল এতিমখানা ও আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক সমাবেশে ভাষণ দেন। তিনি গৌরীপুর উপজেলা মিলনায়তনে ও ঈশ্বরগঞ্জ ডিগ্রী কলেজে দুইটি সমাবেশে ভাষণ দেন। তথ্য বিবরণী।